ফেরা

রচনাকাল : ২০০৩

প্রথম অভিনয় : ডিসেম্বর ১০, ২০০৩, কল্লোল নাট্যোৎসব, নিউজার্সি;
প্রযোজনা : এথনোমিডিয়া সেন্টার ফর থিয়েটার আর্টস (ECTA)

অভিনয়

সত্যসাধন : শঙ্কর ঘোষাল
মৃন্ময়ী : লীলাবতী মজুমদার
শিখা : তন্দ্রা ভৌমিক/গার্গী মুখার্জি
বিভাস : ইন্দ্রনীল মুখার্জি/উজ্জ্বল মুখার্জি
সুকোমল : পিনাকী দত্ত
কৃষ্ণা : অপরাজিতা দাস
রমাপদ : সুদীপ্ত ভৌমিক

নির্দেশনা : সুদীপ্ত ভৌমিক

দৃশ্য ১

[কলকাতার উপকণ্ঠে এক মধ্যবিত্ত পরিবারের বসবার ঘর। ঘরের চারিদিকে সদ্যপ্রাপ্ত স্বচ্ছলতার চিহ্ন; আধুনিক সরঞ্জাম, মিউজিক সিস্টেম, টিভি, কর্ডলেস ফোন, ইত্যাদি। তার মধ্যেও বাঙালির মধ্যবিত্ত পরিবারের নানান চিহ্ন, রবীন্দ্রনাথের ছবি, বাংলা ক্যালেন্ডার, ছোট খাট ইত্যাদি। সত্যসাধন দাড়ি কামিয়ে, মুখে আফটার সেভ ঘষতে ঘষতে তোয়ালে কাঁধে বেরিয়ে এলেন।]

সত্যসাধন । কৈ গো, চা-টা হল? তাড়াতাড়ি দাও, আর দেরি করলে তো কিছুই পাওয়া যাবে না [মৃন্ময়ী চা হাতে ঘরে ঢোকেন]

মৃন্ময়ী । চা তো কখন বানিয়ে বসে আছি। তুমি তো বাথরুমে ঢুকলে আর বেরোতেই চাও না।

সত্যসাধন । আহা, জানোই তো, বাথরুমটাই আমার একমাত্র বিলাসিতা। এত খরচা করে বাথরুমটা নতুন করে তৈরি করলাম, মার্বেল টাইল, টেলিফোন শাওয়ার, নতুন কমোট, সেখানে একটু সময় কাটাব না?

মৃন্ময়ী । হ্যাঁ, বুঝেছি। নতুন বাথরুমের আগে যেন তুমি কত তাড়াতাড়ি বাথরুম সারতে।

সত্যসাধন । দাঁড়াও না, দোতলার বাথরুমটা যখন বানাবো না, দেখবে। এ তল্লাটে ওরকম বাথরুম আর একটাও নেই। নীচের বাথরুমের ডবল সাইজ বানাব। বাথটব, মার্বেল, গিজার, সিঙ্ক— এলাহি কারবার। খোকাকে বলেছি ওদের ওখান থেকে লেটেস্ট সব বাথরুমের ডিজাইন পাঠাতে।

মৃন্ময়ী । সেই আশাতেই থাকো। ওদের দেশের কাজ কি আমাদের দেশের এই সব রাজমিস্ত্রিরা পারবে? তাছাড়া, সেরকম জিনিসপত্রই বা পাবে কোথায়।

সত্যসাধন । না না, আজকাল অনেক ভালো জিনিস পাওয়া যায়, বিজন তো বলল। ও হ্যাঁ ভালো কথা মনে করেছ, বিজন আজ সন্ধেবেলা আসতে পারে।

মৃন্ময়ী । বিজন?

সত্যসাধন । আরে আমাদের বিজন সাহা। কনট্রাক্টর! ওর সাথে সেদিন কথা হল দোতলার ব্যাপারে।

মৃন্ময়ী । তুমি কি কনট্রাক্টরকে দিয়ে কাজ করাবে নাকি? সব চুরি করে শেষ করে দেবে। পয়সার শ্রাদ্ধ হবে।

সত্যসাধন । আরে না না, আমার চোখের সামনেই তো কাজ হবে। এখন আর ছোটাছুটি করে জিনিসপত্র জোগাড় করে কাজ করা পোষায় না। দুটো জায়গা বাঁচানোর জন্য অত ঝক্কি সামলানোর মতো আর অবস্থা নেই।

মৃন্ময়ী । বলছ বটে, তবে কনট্রাক্টর কাজ করলেও তোমার ঝক্কি খুব একটা কমবে কিনা সন্দেহ আছে। ওদের আনা মালপত্র তোমার পছন্দ হবে?

সত্যসাধন । আগে থাকতেই পাকাপাকি কথা বলে নিতে হবে।

[সত্যসাধনের মেয়ে শিখা বাইরে থেকে প্রবেশ করে।]

শিখা । বাবা, তোমার গাড়ি এসে গেছে। অপেক্ষা করছে।

সত্যসাধন । এসেছে? যাক, সেবারের মতো ডুব দেয় নি তাহলে।

মৃন্ময়ী । গাড়ি, এত তাড়াতাড়ি এসে গেল? তুমি তো এগারোটার সময় কলকাতা বেরোবে?

সত্যসাধন । আহা, আমি ইচ্ছে করেই বলেছি একটু আগে আসতে। আরে বাবা, কমসে কম পাঁচ ঘণ্টার ভাড়া তো দিতেই হবে। একটু আগে আসতে বললাম, বাজারটাও সেরে ফেলা যাবে।

মৃন্ময়ী । হ্যাঁ, গাড়ি করে বাজার যাও, আর সব দোকানদাররা তোমার গলা কাটুক।

সত্যসাধন । [হেসে ফেলে] তা যা বলেছ। সেদিন কী হয়েছে জানো? জগু ব্যাটা দেখি খাসা কামরাঙা নিয়ে বসেছে। দাম জিজ্ঞেস করতেই ব্যাটা বলে কিনা, দশটাকা পোয়া। এক ধমক দিতেই দাঁত বার করে বলে কি জানো? 'আপনার কী স্যার, আপনার তো ডলার।'

[সত্যসাধন, শিখা দুজনেই হেসে ওঠে]

মৃন্ময়ী । ডলার যেন গাছ থেকে পড়ে—না? তার জন্য যেন কোনো পরিশ্রমই করতে হয় না। শুনলে গা জ্বলে যায়। আর তোমারই বা কী দরকার অহেতুক পয়সা নষ্ট করার? আগে কি তুমি ট্রেনে করে কলকাতা যেতে না? কি দরকার— রোজ রোজ

গাড়ি ভাড়া করবার।

সত্যসাধন । কেন, খোকাই তো বলেছে, গাড়ি ভাড়া করতে। দেড় বছর ধরে প্রফিডেন্ট ফান্ড পেনশনের টাকাগুলো আটকে আছে। মাসে কম করে চারবার ধরনা দিতে হয়! লোকাল ট্রেনের ভিড়ে কি অবস্থা হয় তোমার ধারণা নেই।

শিখা । না বাবা,তুমি গাড়ি ভাড়া করেই যাও। দাদা তো বলছিল একটা গাড়ি কেনার কথা। একটা মারুতির দামও তো এমন কিছু বেশি নয়।

মৃন্ময়ী । থাক্ তোকে আর ধূপে ধুনো দিতে হবে না। সাতসকালে বেরিয়েছিলি কোথায়?

শিখা । মা জানো, মন্টুরা যা দারুণ কয়েকটা সিডি কিনেছে। ওদের কাছ থেকে দুটো সিডি ধার করতে গিয়েছিলাম। শুনবে।

মৃন্ময়ী । থাক, আমার আর শুনে কাজ নেই।

শিখা। আহা শোনোই না।

[সিডি চালিয়ে দেয়। চটুল সংগীত শুরু হয়। শিখা মা-র হাত ধরে নাচ করে।]

মৃন্ময়ী । থাক আর আদিখ্যেতা করে কাজ নেই। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।

[মৃন্ময়ী ভেতরে চলে যায়। শিখা, সত্য দুজনে হেসে ওঠে।]

সত্যসাধন । নাঃ তোর মা বড্ড বেরসিক।

শিখা । যা বলেছ বাবা।

সত্যসাধন । যাই, বাজারটা সেরে আবার বেরোতে হবে।

[বাইরে দরজার বেল বাজে।]

সত্যসাধন । কে এল আবার এত সকালে [দরজা খুলে দেন।]—আরে বিভাস যে, এসো এসো।

বিভাস । ভালো আছেন কাকাবাবু? অনেকদিন বাদে দেখা হল।

সত্যসাধন । এই চলছে আর কী? তোমাদের তো আর দেখাই পাওয়া যায় না।

বিভাস । কী করব কাকাবাবু, নানান কাজে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে হয়।— এই শিখা, তোকে সেদিন বলেছিলাম না, আমার বন্ধু কম্পিউটার-এর ব্যবসা করছে। ওকে তোর কথা বলেছি। ও একটা নতুন কম্পিউটার বানিয়েছে, খুব সস্তায় দিয়ে দেবে তুই যদি নিস।

শিখা । তাই নাকি, কী রকম কম্পিউটার কিছু বলেছে?

বিভাস । এই দাঁড়া বার করছি। লিখে রেখেছি আমি। এই যে ইনটেল কোর ডুয়ো টু সি সি—

শিখা । হ্যাঁ হ্যাঁ টু গিগা হার্জ।

বিভাস । চল্লিশ এম বি হার্ড ড্রাইভ, আর, আর—

শিখা । উফ্ বিভুদা, তুমি না— দাও আমাকে দাও, 40 GB Hard drive, 12xCD-RW dr , Floppy, Drive, 15 inch moniter। বাঃ ,কত দাম বলেছে গো?

বিভাস । ওতো বলল বাজারে এর দাম প্রায় চল্লিশ হাজারের মতো, তবে আমাকে ও তিরিশেই দেবে।

শিখা । তিরিশ হাজার! বাবা দারুণ ভালো দাম বলছে। বাবা কেনো না, আমার খুব কাজে লাগবে। তাছাড়া, ইমেলে দাদার সাথে যোগাযোগ রাখতে পারব, খুব ভালো হবে, বাবাPlease!

বিভাস । হ্যাঁ কাকাবাবু ,আজকাল তো ঘরে ঘরে কম্পিউটার, কিনে ফেলুন। আমার বিশেষ বন্ধু, বলেছে best quality-র জিনিস দিয়ে তৈরি।

সত্যসাধন । বলছ? একটা কম্পুটার বাড়িতে থাকলে অবশ্য ভালোই হয়। শিখার NIIT-র কোর্সের কাজেও লাগবে।

শিখা । হ্যাঁ বাবা।

সত্যসাধন । তবে খোকার সাথে একবার consult করে তবে ঠিক করলে হয় না? ওতো এসব ব্যাপারগুলো ভালো বোঝে।

শিখা । আমিও বুঝি বাবা। আমি তো দাদার সঙ্গে কথা বলেইছি। ওতো বলেছে কম্পিউটার কিনতে। বলেছে ওদেশ থেকে আনার চেয়ে এখানে কেনাই ভালো।

[মৃন্ময়ী ঢোকে বাজারের থলে হাতে]

মৃন্ময়ী । এই নাও। শোনো, একটু গরম মশলা আনতে ভুলো না। ওমা, বিভাস এসেছ, কখন এলে?

বিভাস । এই তো মাসিমা, এইমাত্র।

শিখা । মা, বিভুদা কী দারুণ একটা কম্পিউটার-এর খোঁজ এনেছে মা। মাত্র তিরিশ হাজার।

মৃন্ময়ী । তিরিশ হাজার? বাব্বা! থাক, কোনো কাজ নেই কিনে। আগে কম্পিউটার-এর কোর্স পাস করতো। তোর ক্লাস নেই আজ?

শিখা । ওমা, সাড়ে নটা বেজে গেল। আজ সাড়ে দশটায় ক্লাস।

মৃন্ময়ী । বিভাস, তুমি বোসো। চা খাবে তো?

বিভাস । তা যদি হয় নিশ্চয়ই খাব।

সত্যসাধন । আমাকেও তাহলে।

মৃন্ময়ী । তুমি কি বাজারে যাবে না আজকে?

সত্যসাধন । আরে আজ তো গাড়ি আছে। যাব আর আসব।

[বাইরে দরজায় বেল বাজে।]

সত্যসাধন । শিখা দেখ তো কে এল?

[শিখা দরজা খুলতে বাইরে যায়। হঠাৎ খুব আনন্দের চিৎকার শোনা যায়। শিখা দৌড়ে ঘরে ঢোকে।]

শিখা । মা, দেখ কে এসেছে, বাবা, দেখ।

[পর্দা সরিয়ে হাতে সুটকেস নিয়ে ঢোকে সুকোমল]

সত্যসাধন । খোকা তুই ? হঠাৎ ! [সুকোমল দুজনকে প্রণাম করে।]

মৃন্ময়ী । কীরে তুই হঠাৎ, কোনো খবর-টবর না দিয়ে? ভালো আছিস তো?

সুকোমল । কেমন সারপ্রাইজ দিলাম বলো? খবর দিয়ে এলে কি আর সেটা হত। ইস, কতদিন পর তোমাদের সবাইকে দেখলাম বলো।

শিখা । দারুণ সারপ্রাইজ দিয়েছিস। সত্যি কী ভালো যে লাগছে।

সুকোমল । বাঃ, ভালোই মুটিয়েছিস দেখছি।

শিখা । দেখেছ মা।

সুকোমল । কীরে বিভু, কেমন আছিস। কদ্দিন বাদে তোকে দেখলাম বল তো?

শিখা । তা, প্রায় তিন বছর হবে কি বল?

সত্যসাধন । হ্যাঁ, তাই তো হবে। তোর মা-র যেবার অপারেশনটা হল। কিন্তু তুই তো একবারও কোনো হিন্ট দিসনি। তুই আসছিস? আগে জানলে গাড়িটা এয়ারপোর্টে পাঠিয়ে দিতাম।

সুকোমল । কেন, ট্যাক্সি নিয়েই তো দিব্যি চলে এলাম।

শিখা । কোন এয়ারলাইন্স-এ এলি রে দাদা।

সুকোমল । Lufthansa-য় কাল রাতে দিল্লি এসে পৌঁছেছি। আজ সকালে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স-এ কলকাতা এলাম।

বিভাস । অ্যাই ব্যাস্ Luft, Luft হানসা? জার্মান প্লেন নারে? দারুণ খাইয়েছে নিশ্চয়ই।

সুকোমল । দূর! সেই একঘেয়ে। প্লেনের খাবার আমার একদম ভালো লাগে না।

মৃন্ময়ী । একটু মুখ হাত পা ধুয়ে, সুস্থির হয়ে বোস তো। আমি তোর জন্যে খাবার আনছি।

সুকোমল। (হেসে) না মা, তেমন খিদে পায়নি। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স-এর ফ্লাইট-এ দারুণ ব্রেকফাস্ট খাইয়েছে।

মৃন্ময়ী । ঠিক আছে, একটু চা তো খাবি। যা, হাত মুখ ধুয়ে আয়। শিখা খোকাকে একটা তোয়ালে বার করে দে।

শিখা । চল দাদা।

সুকোমল । বিভু বোস, আমি আসছি।

বিভাস । নারে, আমাকে বেরোতে হবে। আমি না হয় বিকেলে আসব। অনেক কথা আছে।

সুকোমল । ঠিক আছে।

মৃন্ময়ী । সেকি তোমার তো চা খাওয়া হল না।

বিভাস । বিকেলে আসব মাসিমা, তখন খাব। তবে শুধু চা নয় কিন্তু।

মৃন্ময়ী । আচ্ছা ঠিক আছে।

[বিভাস বেরিয়ে যায়।]

সত্যসাধন । যা খোকা, হাত মুখ ধুয়ে জামা কাপড় চেঞ্জ করে আয়। আমার একটা পায়জামা বার করে দেব?

সুকোমল । না না, আমি সুটকেস ভেতরে নিয়ে যাচ্ছি! চল শিখা!

শিখা । [শিখা সুকোমলের ছোট ব্যাগটা তুলে নেয়] আমার জন্য কী এনেছিস দাদা?

সুকোমল । [থমকে দাঁড়ায়] আমি কিছু আনতে পারিনি রে। হঠাৎ চলে এলাম তো ।একদম সময় পাইনি। ভীষণ সরি। তুই যা চাস এখান থেকে কিনে দেব রে।

মৃন্ময়ী । বেশ করেছিস আনিসনি। এলেই হাতে করে কিছু আনতে হবে নাকি! এখন যাতো।

[সুকোমল ও শিখা বেরিয়ে যায়।]

মৃন্ময়ী । [সত্যকে] তুমি যাও তাড়াতাড়ি, বাজারটা সেরে এসো। শোনো খোকা তপসে মাছ ভালোবাসে— যদি পাওতো এনো। আর একটু মিষ্টি দইও এনো।

সত্যসাধন । হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছ! আমি বেরোই। [হঠাৎ দাঁড়ায়] বুঝলে, আমি ঠিক এখনও বিশ্বাস করতে পারছিনা যে খোকা এসেছে । স্বপ্ন দেখছি না তো?

মৃন্ময়ী । [সত্যকে একটা জোরে চিমটি কেটে।] বুঝলে তো এখন! দিব্যি জেগে আছ। যাও বাজারে যাও।

[সত্য বেরিয়ে যায়।]

[শিখা ঘরে ঢোকে, কর্ডলেস ফোনটা তুলে নম্বর ডায়াল করতে থাকে।]

মৃন্ময়ী । খোকাকে সব ঠিকমতো দিয়েছিস?

শিখা । হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ। তোমার আদরের খোকার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। ইস্, ছেলে এসেছে বলে তোমার আহ্লাদ আর ধরছে না, না?

মৃন্ময়ী । চুপ কর দুষ্টু মেয়ে কোথাকার। তৈরি হ, কলেজে যাবি না? [বেরিয়ে যান।]

শিখা । [ফোনে] হ্যালো কৃষ্ণাদি? কৃষ্ণাদি তোমাকে যদি একটা দারুণ ভালো খবরদি, তাহলে কি খাওয়াবে বলো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ দারুণ ভালো খবর। শুনলে তুমি বিশ্বাসই করবে না।

— ঠিক তো? যা চাইব তাই তো?

—দাদা, এসেছে।

—বললাম তো বিশ্বাসই করবে না। সত্যিই একটু আগে, হঠাৎ এসে হাজির।

— না, সত্যি বলছি আমরা কেউ জানতাম না।

—আহা, জানলে তো তুমিই আগে জানতে।

—হ্যাঁ খুব ভালো হবে। তুমি চলে এসো। আমরা একসাথেই তাহলে ক্লাসে বেরিয়ে যাব।

[ফোন রাখে]

[সুকোমল তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ঢোকে, পরনে পায়জামা, পাঞ্জাবি]

সুকোমল । কার সাথে কথা বলছিস রে শিখা?

শিখা। বল তো কার সাথে?

সুকোমল । বাঃ, আমি কি সাইকিক্ নাকি? তুই কার সঙ্গে কথা বলছিস, আমি কি করে বলব?

শিখা । সাইকিক না হতে পারো, তবে গোয়েন্দা তো হতে পারো? তাছাড়া এটা তো একেবারেই ! elementary my dear Watsom! তুমি এসেছ, হঠাৎ কাউকে না জানিয়ে, সবাইকে চমকে দিয়ে, সেই খবরটা আমি প্রথমেই কার সঙ্গে আলোচনা করতে পারি?

সুকোমল । [একটু হেসে] তোর কোনো বয়ফ্রেন্ড হতে পারে।

শিখা । দেব একটা ঘুসি। আমার বয়ফ্রেন্ড না মশাই, তোমার গার্লফ্রেন্ড! কৃষ্ণাদি! এখুনি এসে পড়বে।

[মৃন্ময়ী চা, জলখাবার হাতে নিয়ে ঢোকে।]

মৃন্ময়ী । আর দেরি করিস না শিখা। তোর ক্লাসের সময় হয়ে যাচ্ছে না?

শিখা । দেরি হবে না মা। কৃষ্ণাদি আসবে, আমাকে পিকআপ করে নিয়ে যাবে।

[সুকোমলের দিকে ইঙ্গিত করে তাকিয়ে ভেতরে চলে যায়।]

সুকোমল । তুমি কেন এত করতে গেলে মা? বললাম তো প্লেনে খুব খাইয়েছে।

মৃন্ময়ী । এই ক-টা খেলে কিছু হবে না। সব করাই ছিল, লুচি ক-টা ভেজে দিলাম। তোর বাবা তো আজ আবার আজ কলকাতা যাবে, পেনশন, প্রভিডেন্ট-ফান্ড-এর টাকার জন্য ধরনা দিতে।

সুকোমল । ও, সে ব্যাপার এখনও চলছে!

মৃন্ময়ী । হ্যাঁ এতগুলো টাকা। কতদিন হল আটকে আছে। আজ গেলে বলে কাল আসুন, কাল গেলে বলে পরশু আসুন। ফাইল আসেনি, নয়তো, বড়বাবুর শরীর খারাপ, একটা না একটা অজুহাত লেগেই আছে।

সুকোমল । ঘুসটুস চাইছে হয়তো!

মৃন্ময়ী । তাই হবে হয়তো। কিন্তু তোর বাবা তো সে সব করবে না। বলে, সারাজীবন যা করিনি, বুড়ো বয়েসে নিজের টাকার জন্য তাই করব?

সুকোমল । বাবার কোনো ছাত্রটাত্র নেই, ওই অফিসে? সব অফিসেই তো বাবার একটা দুটো ছাত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

মৃন্ময়ী । হ্যাঁ, তাও আছে। কী যেন নাম বলল, ভুলেও যাই ছাই। তবে তোর বাবা বলে, "যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ"। মাস্টারমশাই বলে কোনো বিশেষ খাতির নেই।

সুকোমল । হয়তো বাবা ওকে খুব বেশি কান ধরে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে রাখত, এখন তার প্রতিশোধ নিচ্ছে।

[দুজনেই হেসে ওঠে। ঝড়ের বেগে কৃষ্ণা ঢোকে।]

সুকোমল । এই যে কৃষ্ণা! এসো এসো! তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম আমরা।

কৃষ্ণা । তোমার সঙ্গে কোনো কথা নয়। জেঠিমা, আপনি বলুন কাউকে কিছু না বলে এরকম হুট্ করে চলে আসাটা কি ঠিক? আমরা ঠিকমতো তৈরি হতে পারলাম না, এয়ারপোর্টে মালা হাতে নিয়ে গেলাম না, আর উনি চলে এলেন?

মৃন্ময়ী । যা বলেছিস । আমি তো ভাবতেই পারিনি ও এরকম হুট করে এসে পড়বে। তুই বোস। আমি শিখাকে তাড়া দিচ্ছি।

[মৃন্ময়ী বেরিয়ে যায়।]

সুকোমল । তাহলে আমি এসেছি বলে তুমি খুশি নও?

কৃষ্ণা । না! একদম না।

সুকোমল । ও! ঠিক আছে, আমি ভেতরে যাই তাহলে।

কৃষ্ণা । [ঘুরে] ওফ্ তুমি না। ভীষণ, ভীষণ ভীষণ খুশি হয়েছি। জানো, কিছুদিন আগেই আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম, এই রকম তুমি হঠাৎ এসেছ, কোথায় যেন দেখা হয়েছে, সেটা যে এ রকম সত্যি হয়ে যাবে ভাবতেই পারিনি।

সুকোমল । তাহলে স্বপ্ন সত্যি হয় বলো?

কৃষ্ণা । নিশ্চয়ই হয়। আমি জানি আমার সব স্বপ্ন সত্যি হবে।

সুকোমল । আচ্ছা, নিজের স্বপ্নের ওপর এতটা বিশ্বাস?

কৃষ্ণা । অবশ্যই । বিশেষ করে যে স্বপ্ন তোমার সাথে, সেটা তো সত্যি হবেই হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস?

[ভেতর থেকে শিখার গলা শোনা যায়]

শিখা । কৃষ্ণাদি, তুমি একটু বোসো, আমি এখুনি আসছি।

কৃষ্ণা । ইস্ এখুনি বেরিয়ে যেতে হবে। ভেবেছিলাম আজ ডুব দেব, কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা ক্লাস আছে। শোনো,আজ সন্ধেবেলা কিন্তু দেখা হবে। আমাদের সেই জায়গা। মনে আছে তো? ঠিক সাড়ে ছটার সময়।

[শিখা ঢোকে।]

শিখা । কৃষ্ণাদি, ভেবে দেখ, যাবে না ডুব মারবে?

কৃষ্ণা । সামনের সপ্তাহে পরীক্ষাটা না থাকলে ঠিক ডুব মারতাম।

সুকোমল । তা তোমাদের NIIT আর কতদিন ধরে তোমাদের কম্পিউটার এক্সপার্ট

করে তুলবে?

শিখা । সে আমরা এখনই যথেষ্ট এক্সপার্ট। কাজ দিয়ে দেখ না, কেমন সব ঝট্‌পট করে দেব।

কৃষ্ণা । থাক এখন আর বাহাদুরি দেখাতে হবে না। চল, দেরি হয়ে যাবে। [সুকোমলকে] মনে থাকবে তো?

[কৃষ্ণা ও শিখা বেরিয়ে যায়। কয়েকটা বাজারের থলি হাতে সত্য ঢোকে।]

সত্যসাধন । কই গো, বাজারগুলো একটু দেখে নাও। [সুকোমলকে] কৃষ্ণা এসেছিল নারে? [সুকোমল মাথা নাড়ে] বড় ভালো মেয়েটা। [মৃন্ময়ী ঢোকে] এই নাও বাজার দেখে নাও। তোপসে মাছ, দই সবই এনেছি।

সুকোমল । বাবা, কেন মিছিমিছি এসব আজই আনতে গেলে।

সত্যসাধন । আহা, খা না। ওদেশে তো আর এসব জিনিস পাবি না। যত দিন পারবি খেয়ে নে।

মৃন্ময়ী । [সত্যকে] তুমি যাও তো, স্নানটা সেরে তৈরি হয়ে নাও, আর দেরি কোরো না। তোর বাবা আজকাল বাথরুমে ঢুকলে আর বেরোতেই চায় না।

সুকোমল । সত্যি, বাথরুমটা কিন্তু খুব সুন্দর করেছ বাবা।

সত্যসাধন । তবে! দেখ না এবার দোতলার বাথরুমটা কেমন বানাই।

মৃন্ময়ী । আবার শুরু হল বাথরুমের গল্প। তুমি যাবে? গাড়িটা তো আজ বসে বসেই পয়সা নেবে।

সত্যসাধন । না না এখুনি যাচ্ছি

[বেরিয়ে যায়।]

মৃন্ময়ী । তুইও একটু বিশ্রাম করে নে খোকা, এতটা রাস্তার ধকল গেছে। আমি তোর বাবার খাবার ব্যবস্থা করিগে।

[বেরিয়ে যায়।]

[সুকোমল ওদের যাত্রাপথের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে।
তারপর ধীরে ধীরে সোফাটার ওপর বসে পড়ে। আলো ধীরে ধীরে নিভে যায়।]

দৃশ্য ২

[একই ঘর। বিকেল হয়ে গেছে। মৃন্ময়ী একা বসে একটা সোয়েটার বুনছেন। রমাপদ গাঙ্গুলি প্রবেশ করলেন।]

রমা । এই যে বৌদি, কী খবর? শুনলাম সুকোমল এসেছে?

মৃন্ময়ী । আরে রমা ঠাকুরপো? এসো এসো, বোসো। আর বোলোনা— কাউকে কিছু না

জানিয়ে হঠাৎ এসে হাজির, আমাদের সবাইকে একেবারে চমকে দিয়েছে।

রমা । চমকেছেন বটে, তবে খুশিও নিশ্চয়ই হয়েছেন। কি? তাই না। সারপ্রাইজ-এর মজাটাই তো সেখানে।

মৃন্ময়ী । যাই বলো ঠাকুরপো, আমরা ঘরপোড়া গোরু, চমক-টমক আমার একেবারেই ভালো লাগে না। মনে কুডাক ডাকে।

রমা । [হেসে ওঠে] বৌদি,আপনি সেই সেকেলেই রয়ে গেলেন। এরা আজকালকার ছেলেমেয়ে, সব সময় নতুন চমক, নতুন থ্রিল ছাড়া এরা এদের জীবন ভাবতে পারে না। তার ওপর আপনার ছেলে আবার আমেরিকার বাসিন্দা। তা কী বুনছেন, ছেলের জন্য সোয়েটার?

মৃন্ময়ী । হ্যাঁ। অনেকদিন আগেই ধরেছিলাম, বেশি এগোয়নি। এখন খোকা ফিরে যাবার আগেই শেষ করতে চাই।

রমা । ভালো ভালো। তবে ওদের দেশে যেরকম ঠান্ডা, তাতে আমাদের দেশের এই হালকা সোয়েটারে কতটা কাজ হয় জানি না। তা সুকোমল কোথায়, বেরিয়েছে?

মৃন্ময়ী । না না, একটু ঘুমুচ্ছে। দুপুরবেলা অনেক চেষ্টা করছিল না ঘুমোনোর, বলছিল তাহলে আর রাতে ঘুমোতে পারবে না। কিন্তু শেষে আর পারল না। তুমি বোসো আমি ডেকে দিচ্ছি।

রমা । না না, ডাকতে হবে না। একটু বিশ্রাম নিক। jet lag বড় বিচ্ছিরি জিনিস। দু তিন দিন একটু ভোগাবে। সত্যদা কোথায়?

মৃন্ময়ী । উনি তো কলকাতায় সাপ্তাহিক ধরনা দিতে গেছেন। কবে যে টাকাগুলো উদ্ধার হবে, কে জানে ?

রমা । কী আর বলব বৌদি, এই বর্তমান সরকার এবং পার্টি সমস্ত কিছু একেবার অচল করে রেখে দিয়েছে। সর্বত্র অবক্ষয় আর দুর্নীতি। এর বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে জীবনটা চলে গেল। কবে সফল হব কে জানে। যদি ইলেকশনটা জিততে পারতাম তাহলে হয়তো কিছু করতে পারতাম।

মৃন্ময়ী । ঠাকুরপো, তোমার তো অনেক জানাশোনা আছে ওপর মহলে, দেখো না যদি কাউকে বলে কয়ে কিছু হয়।

রমা । বৌদি, আপনি বুঝতে পারছেন না, আমি বিরোধী পার্টির ক্যানডিডেট। আমি কিছু বলতে গেলে বরং হিতে বিপরীত হবে। ওই পুরো ডিপার্টমেন্টটাই সরকারি পার্টির কুক্ষিগত। সত্যদা যেন ভুলেও আমার নাম না করেন।

মৃন্ময়ী । কী জানি ঠাকুরপো, আর কতদিন লোকটাকে এভাবে ঘোরাবে কে জানে। বয়স তো হচ্ছে, আর পেরে ওঠেন না। তুমি বোসো ঠাকুরপো, আমি একটু চায়ের জলটা চাপিয়ে আসি।

[সুকোমল, চোখ মুছতে মুছতে ঘরে এসে ঢোকে।]

সুকোমল । আরে কাকাবাবু আপনি কতক্ষণ?

[রমাপদকে প্রণাম করে।]

রমা । ঠিক আছে, ঠিক আছে। বেঁচে থাকো। এই তো, এতক্ষণ বসে বসে বৌদির সাথে সুখদুঃখের কথা বলছিলাম। কেমন আছ বলো?

মৃন্ময়ী । তোমরা গল্প করো, আমি এখুনি আসছি

[প্রস্থান।]

সুকোমল । ভালোই আছি কাকাবাবু। আপনি।

রমা । তোফাই আছি বলতে পারো। ইলেকশনটা জিততে পারলে হয়তো আর একটু ভালো থাকতাম।

[দুজনেই হেসে ওঠে।]

সুকোমল । কিন্তু কাকাবাবু আপনি এতদিন ধরে কাজ করছেন, এত কন্ট্যাক্ট ইলেকশন হারার তো কোনো কারণ নেই। কেন এমন হল?

রমা । সুকোমল, লোক দেখে তো আর এদেশে ভোট দেওয়া হয় না, ভোট হয় পার্টি দেখে আর টাকা দেখে। দেখছ না, এদেশে ব্যালট পেপারে পার্টি সিম্বল ব্যবহার হয়। কেন? আমাদের দেশের বেশির ভাগ অশিক্ষিত, নিরক্ষর লোক পার্টির নামই পড়তে পারে না। তারা ওই চিহ্ন দেখে ভোট দেয়। প্রত্যেক ভোটারের হাতে দশটা টাকা গুঁজে দিয়ে এই চিহ্ন মনে করিয়ে দাও, দেখবে তারা সেখানেই ভোট দিচ্ছে। তার ওপর বুথ দখল রিগিং এসব তো আছেই। যে পার্টি গদিতে,ইলেকশন তো চালায় তারাই। থাক গে ওসব কথা। তোমার খবর বলো? বেশ চমকে দিয়েছ যাহোক।

সুকোমল । আসলে হঠাৎ ঠিক করলাম, তাই ভাবলাম একটু না হয় সারপ্রাইজ দেওয়া যাক।

রমা । বেশ করেছ। আমাদের এই গতানুগতিক জীবনে এরকম একটু আধটু চমক না হলে কি আর জীবনের স্বাদ উপভোগ করা যায়? সকালে যখন কৃষ্ণা ফোন করে বলল, আমি তখন তো প্রথমে ভেবেছি ও নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছে! কৃষ্ণা কিন্তু বেজায় চটেছে তোমার ওপর, ওকেও তুমি জানাওনি।

সুকোমল । ওকে জানালে কি আর কারও জানতে বাকি থাকত?

রমা । [হেসে ওঠে] যা বলেছ । যাই হোক, অনেক দিন বাদে তোমাকে দেখে সত্যিই খুব ভালো লাগছে। তুমি আমাদের গর্ব। আমি তো সবাইকে বলি, আমার নিজের দেশে নেই বটে, কিন্তু সুকোমলকে দেখে রাখুন,ওই আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে। তা, এবার থাকছ তো কিছুদিন।

সুকোমল । হ্যাঁ কাকাবাবু।

রমা । বেশ বেশ। তোমরা তো আবার ঘোড়ার জিন লাগিয়ে আসো, দুদিন যেতে না যেতেই ফিরতি প্লেনে চাপো। আমার ভাগ্নে অনিমেষ, কিছুদিন আগে এসেছিল দিদির বাড়ি, মাত্র দু সপ্তাহের জন্য। ওই জেট ল্যাগ কাটার আগেই ফেরার চিন্তা।

সুকোমল । না, কাকাবাবু সেরকম নয়। আমার প্ল্যান অন্যরকম। এবার আমি আর ফিরছিই না।

রমা । তার মানে?

সুকোমল । মানে, আমি ওখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি কাকাবাবু। আর ও দেশে ফিরব না।

রমা । [হো হো করে হেসে ওঠে] তুমি আবার আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ সুকোমল, আমি কিন্তু আর ঠকছি না।

[মৃন্ময়ী চা,জলখাবার হাতে নিয়ে ঢোকে।]

রমা । এই যে বৌদি, আপনার ছেলের কথা শুনুন, ভেবেছে আবার আমাদের চমকাবে। কি বলছে শুনুন। কই হে, বলো সুকোমল।

সুকোমল । আমি সত্যিই ঠাট্টা করিনি কাকাবাবু। মা, আমি আমেরিকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি। আর ফিরব না। এখানেই ভাবছি একটা চাকরি বা ব্যবসা করব।

মৃন্ময়ী । সত্যি? তুই বরাবরের মতো ফিরে এসেছিস। আমি যে ভাবতেই পারছিনা।

সুকোমল । হ্যাঁ মা, আমি সত্যিই আর ফিরতে চাই না। তোমাদের কাছেই থাকব। ভালো হবে না?

মৃন্ময়ী । বেশ করেছিস। কী হবে ওদেশে থেকে, ঘরের ছেলে, ঘরে ফিরে আসাই ভালো।

রমা । দাঁড়াও, দাঁড়াও সুকোমল,। তুমি কী ঠান্ডা মাথায় সব ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছ? নাকি এটা নিছক homesickness বা jet lag -এর প্রভাব?

সুকোমল । [এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে] না কাকাবাবু, আমি যে খুব ঠান্ডা মাথায় বা খুব ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্তটা নিয়েছি তা নয়, তবে সিদ্ধান্তটা ঠিকই নিয়েছি এবং দেশে ফেরার আগেই নিয়েছি। আমেরিকাতে আর আমি চাকরি করতে পারব না। আমি oneway ticket কেটেই এসেছি।

রমা । হুম ব্যপারটা তাহলে সিরিয়াস। যদি কিছু মনে না করো, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি? আমি শুনেছি, আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থা এখন মন্দা, প্রচুর লোকের চাকরি যাচ্ছে, তুমিও কি সেই অবস্থার শিকার?

সুকোমল । [একটু ম্লান হেসে] ঠিকই শুনেছেন। আমাদের কোম্পানির অবস্থা ভালো নয়। অনেক লোকের চাকরি গেছে। তবে আমার সেরকম হয়নি। আমি স্বেচ্ছায় resignation দিয়েছি।

রমা । তুমি মনে করেছ, যে দেশে ফিরে তুমি তোমার যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি পাবে?

তোমার ইচ্ছেমতো তুমি ব্যবসা শুরু করতে পারবে?

সুকোমল । কেন, পারব না?

মৃন্ময়ী । আরও তো সবাই করছে ঠাকুরপো?

রমা । বৌদি আপনারা যে কোন স্বপ্নের দুনিয়ায় বাস করছেন, তা আপনারা নিজেরাই জানেন না। চাকরি পাওয়া কি সহজ? জানেন, আজ আই, আই, টি থেকে পাস করা ছেলেরা বসে আছে।

মৃন্ময়ী । সে কি? খোকা আমেরিকাতে পোস্টগ্র্যাজুয়েট করেছে, চাকরির অভিজ্ঞতা আছে, এসবের মূল্য নেই?

রমা । কানাকড়িও নেই। এদেশে এখন মুড়িমিছরির একদর। তার ওপর যে মুহূর্তে শুনবে সুকোমল বেকার, সেই মুহূর্তে ওকে চরম ভাবে Exploit করার জন্য উঠে পড়ে লাগবে। সুকোমলকে ওর চেয়ে অনেক কম শিক্ষিত, অনেক কম অভিজ্ঞ লোকের আন্ডারে হয়তো প্লেস করবে, বাজারের অর্ধেক মাইনেয়। সেই অপমান কি ও সহ্য করতে পারবে? আপনি সহ্য করতে পারবেন?

সুকোমল । ঠিক আছে চাকরি না পেলে, ব্যবসা করব। আমার মাথায় অনেক প্ল্যান আছে। একটা ছোট কারখানা দিয়ে শুরু করব। পেট্রোকেমিক্যাল প্রোডাক্টস, প্লাসটিক।

রমা । কারখানা করবে? পশ্চিমবঙ্গে? তুমি সত্যিই বাস্তব থেকে অনেক দূরে সুকোমল। পশ্চিমবঙ্গে কোনো ইন্ডাসট্রি থাকতে চাইছে না, শাসক দলের রাজনীতির চাপে হয় ভিন্ন প্রদেশে পাড়ি দিচ্ছে, নয়তো স্রেফ কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে। সেখানে তুমি কেমিক্যাল ইন্ডাসট্রি করবে?

সুকোমল । কী আশ্চর্য কাকাবাবু। আমি ভেবেছিলাম, আপনার কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি সমর্থন, সাহায্য পাবো, আর আপনি আমাকে এতটা নিরুৎসাহ করছেন?

রমা । সুকোমল, এটা যে আমার কত বড় দুর্ভাগ্য তোমাকে আমি বলে বোঝাতে পারব না। যখন দেশ স্বাধীন হল, কুকুরের মতো পালিয়ে এসেছি দেশের ভিটে মাটি ছেড়ে। কতই বা বয়স তখন। কীভাবে দিন কেটেছে, তুমি তা আন্দাজও করতে পারবে না। তোমার বাবা, সত্যদা জানেন। তবু আশা ছাড়িনি, আদর্শ ছাড়িনি। নিজের জন্মভুমি ছেড়ে এসেছি, তবু মনকে সান্ত্বনা দিয়েছি, না এটাই তো ভারতবর্ষ, এটাই আমার দেশ। রাজনীতির পথ ধরে দেশটাকে পালটে দেব স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু কী ফল পেয়েছি? কিছু স্বার্থান্বেষী, অসৎ সমাজবিরোধী দেশটাকে গভীর অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কোনো আশার আলো দেখতে পারছি না। সুকোমল, তুমি সুযোগ পেয়েছ এই ঘোর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে যাবার, এর অবহেলা করো না। ফিরে যাও।

সুকোমল । ফিরে যাবার জন্য আমি ফিরে আসিনি কাকাবাবু। আমিও একবার লড়ে যাব, দেখি না কী হয়।

রমা । [হঠাৎ রেগে গিয়ে] কী দেখবে তুমি? কি দেখবে? দেখো নি, কি করে তোমার বাবা তোমাকে বড় করেছেন? সত্যদার মতো brilliant ছেলে আমাদের ক্লাসে কেউ ছিল না। MScতে first class —কী করতে পেরেছে? তুমি মনে করেছ, গোটা সিস্টেমটার সাথে তুমি লড়বে? লড়ে জিততে পারবে? আমরা কি সব ঘোড়ার ঘাস কেটেছি নাকি?

মৃন্ময়ী । আঃ ঠাকুরপো, তুমি উত্তেজিত হোয়ো না।

রমা । বৌদি,আপনার ছেলেকে বোঝান, ছেলেমানুষি না করতে। তাছাড়া সুকোমল, তোমার ভবিষ্যৎ কেবল তোমারই নয়, আমার মেয়ের ভবিষ্যৎও জড়িত আছে। আজ বাদে কাল তোমাদের বিয়ে হবে। ভবিষ্যৎ নিয়ে বাজি খেলার সময় এটা নয়।

সুকোমল । আমার বিশ্বাস কৃষ্ণা আমাকে সমর্থনই করবে। এ ভরসাটুকু আমার আছে।

রমা । কৃষ্ণা কি তোমার এই সিদ্ধান্তের কথা জানে?

সুকোমল । না।

রমা । তাহলে কৃষ্ণার মতামত তুমি এখনো জানো না? ঠিক আছে, ওর সাথে কথা বলে দেখ। তবে একটা কথা বলে রাখি সুকোমল— আমার মেয়েকে আমি জানি, কৃষ্ণা কিন্তু অনেক বেশি প্র্যাকটিক্যাল, ও কিন্তু তোমাকে সঠিক পরামর্শই দেবে।

[শিখা প্রবেশ করে।]

শিখা । কাকাবাবু এসেছেন? এমা, তাহলে কৃষ্ণাদিকে এখানে টেনে আনলেই হত। দেখেছেন তো কাকাবাবু দাদা কীরকম দারুণ সারপ্রাইজ দিয়েছে?

রমা । তা দিয়েছে । তবে বড় সারপ্রাইজটা বোধ হয় এখনো তুমি জানো না।

শিখা । আরও সারপ্রাইজ, কী কী বল না দাদা? আচ্ছা ঠিক আছে আমি গেস করছি। তুই— আমাদের জন্য একটা দারুণ ভালো কিছু এনেছিস। একটা ভিডিও ক্যামেরা, না না একটি ইম্পোর্টেড গাড়ি, মার্সেডিস না বড্ড বেশি, হ্যাঁ তুই আমাদের সবার জন্য টিকিট কেটে এনেছিস। আমাদের তোর সাথে নিয়ে যাচ্ছিস তাই না?

মৃন্ময়ী । কী বলছিস আবোল তাবোল। ওসব কিছুই নয়।

শিখা । তাহলে পারছি না। বলনা দাদা ,তুই বল,প্লিজ।

সুকোমল । ভেবেছিলাম শুনলে হয়তো তুই খুশি হবি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে খুশি নাও হতে পারিস।

মৃন্ময়ী । কেন ওরকম বলছিস খোকা! কেন খুশি হবে না। খোকা আর আমেরিকা ফিরে যাবে না শিখা, আমাদের কাছেই থাকবে।

শিখা । যাঃ কি বলছ? সত্যি দাদা?

সুকোমল । হ্যাঁ রে ! আমি ওদেশের চাকরি ছেড়ে চলে এসেছি। এখানেই থাকব।

শিখা । এমা, আমি ভেবেছিলাম, আমরা সবাই তোর ওখানে, আমেরিকাতে বেড়াতে

যাব? তার কী হবে?

সুকোমল । কেন যাবি না, সুযোগ হলে নিশ্চয়ই বেড়াতে যাব। সবাই মিলে যাব।

শিখা । কিন্তু দাদা, তুই তো মাত্র দু-বছর ওদেশে কাজ করলি। আরও কিছুদিন কাজ করে, তারপর ফিরতে পারতিস। কিছু পয়সা জমত।

রমা । শুনছ সুকোমল, তোমার বোনও তোমার চেয়ে বেশি বাস্তব বুদ্ধি রাখে। দাদাকে বোঝা শিখা, দাদাকে বোঝা।

[বিভাস ঢোকে।]

বিভাস । মাসিমা, এসে গিয়েছি। কী বলেছিলাম কিনা। আরে কাকু, কেমন আছেন? অনেকদিন বাদে দেখা হল।

রমা । হ্যাঁ। তোমাদের তো আর দেখাই পাওয়া যায় না। তাছাড়া আমি তো তোমাদের বিরোধী পক্ষে, আমাকে আর দেখা দেবেই বা কেন বলো?

বিভাস । ছি ছি, লজ্জা দেবেন না কাকু। রাজনীতি রাজনীতির জায়গায়, আপনাকে কি আর আমরা জানি না? বিরোধী বলে কি আপনার মর্যাদা ভুলে যাব?

সুকোমল । সে কী রে বিভাস? তুইও রাজনীতি করছিস নাকি?

বিভাস । আরে না,না,—সেরকম কিছু নয়।

রমা । কেন বিনয় করছ বিভাস। খবর তো সবই পাই, গত ইলেকশনে শাসক দলের প্রার্থীর হয়ে তুমি অনেক কাজই করেছ। নিশ্চয়ই তোমার এখন অনেক প্রভাব প্রতিপত্তি। সুকোমল, এখন বিভাসকে ধরো, ও যদি তোমার জন্য কিছু করতে পারে।

বিভাস । কিরে সুকোমল? তোর কিছু কাজ করে দিতে হবে? আরে, কোনো সংকোচ করিস না, বল না।

[সুকোমল একটু ইতস্তত করে।]

মৃন্ময়ী । বিভাস তুমি বসো। আমি তোমার জন্য চা করে আনি।

বিভাস । ঠিক আছে মাসিমা, কোনো তাড়া নেই। আরামসে। [মৃন্ময়ীর প্রস্থান] বলনা সুকু।

সুকোমল । না, আমি ভাবছিলাম যে এখানে যদি একটা কিছু করা যায়?

রমা । তোমার বন্ধুর মাথায় ভুত চেপেছে বিভাস। সুকোমল আমেরিকার চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছে । এখন এখানে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি খুলবে।

বিভাস । বাঃ দারুণ খবর সুকোমল। তুই যদি এখানে— fantastic খবর । সুকোমল তুই যদি এখানেfactory করিস,আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

সুকোমল । তুই বলছিস বিভাস? কাকাবাবু তো ভীষণভাবে ডিসকারেজ করছেন।

বিভাস । কেন কাকাবাবু? এটা তো দারুণ আইডিয়া। সুকোমলের মতো ছেলেকে পেলে, আমাদের সরকার তো লুফে নেবে।

রমা । তোমার সরকারকে আর তোমার পার্টিকে আমার জানতে কিছু বাকি নেই বিভাস। কেবল ভাঁওতার জোরেই সব চলছে।

বিভাস । কী করে একথা বলছেন কাকাবাবু। আপনি বলতে চান গত পঁচিশ বছরে রাজ্যের কোনো উন্নতিই হয়নি? একথা বললেই কি মেনে নেব? তুই কোনো চিন্তা করিস না সুকোমল, তোকে কালই বীরেশদার কাছে নিয়ে যাব। তুই কেবল তোর প্ল্যানটা তৈরি কর।

সুকোমল । প্ল্যানটা তো মাথায় আছে, একটু বসতে হবে ফাইনাল করার জন্য।

বিভাস । ঠিক আছে, তুই চল না, বীরেশদার কাছে। দেখবি সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এইতো সেদিন একজন এসেছিল, আমাদের বটতলার ওখানে একটা পেপারমিল করতে চায়। বীরেশদাতো বললেন, সব ব্যবস্থা করে দেবেন। জমি থেকে শুরু করে লাইসেন্স পারমিট সব।

রমা । কিস্যু করবে না কেবল পয়সা খাবে। সুকোমল তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, এই ফাঁদে পা বাড়িও না। ওই বীরেশকে তুমি চেনো না সুকোমল, এই অঞ্চলের বিধায়ক, একনম্বরের ধড়িবাজ লোক।

শিখা । সত্যি বিভাসদা, বীরেশ চ্যাটার্জি কি কিছু করবেন? কারও কিছু করেছেন বলে তো কখনো শুনিনি।

বিভাস । এই তোদের এক দোষ শিখা। তোরা মনে করিস রাজনৈতিক নেতা মানেই অসৎ, ঘুষখোর। রমাকাকুও তো রাজনৈতিক কর্মী, উনি যদি আজ ইলেকশনে জিতে বিধায়ক হতেন, তাহলে কি উনিও অসৎ হতেন?

রমা । সেই কারণেই হয়তো ইলেকশনটা জিতিনি।

বিভাস । বলছি তো সুকোমল। তোকে পেলে বীরেশদা ভীষণ খুশি হবেন। আরে যোগ্য লোক পেলে তবে না তার জন্য কিছু করবেন। বেশির ভাগই তো সব ধান্দাবাজ লোক, নিজের আখের গোছাবার জন্য আসে। আর তুই একজন কৃতী কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার,আমেরিকাতে কাজ করেছিস, তুই যদি একটা ইন্ডাস্ট্রি করার প্ল্যান দিস সেটা উনি দেখবেন না? শিখা, আমাদের শিবমন্দিরের পাশের যে বড় মাঠটা, ওটাতে ফ্যাক্টরি করলে কেমন হয়? দারুণ জায়গা না।

শিখা । হ্যাঁ বিভাসদা, সেখানে তো প্রচুর জায়গা। কিন্তু ওটাতে তো শুনেছি অনেক গোলমাল।

বিভাস । আঃ, সেটা আমার ওপর ছেড়ে দে না। বীরেশদা যদি চান, ওই জমিই পাওয়া যাবে। আরে বুঝতে পারছিস না, সুকোমল ওখানে ফ্যাক্টরি করলে, ওনার এলাকার কতগুলো বেকার ছেলে ওখানে চাকরি পাবে। কিরে, সুকোমল দিবি না চাকরি?

সুকোমল । কেন দেব না, যোগ্যতা থাকলে নিশ্চয়ই দেব।

বিভাস । ব্যস আর তোর কথা নেই, ওটাই ফাইনাল, তুই তৈরি হয়ে যা সুকোমল।

[মৃন্ময়ী চা জলখাবার নিয়ে ঢোকেন] এই যে মাসিমা, সব কথা হয়ে গেল। আমাদের শিব মন্দিরের জমিতেই সুকোমলের ফ্যাক্টরি বসছে।

মৃন্ময়ী । কী বলছ কি তুমি?

রমা । শুনে যাও বৌদি, শুনে যাও। বীরেশ চাটুজ্যের সুনজর খুব শিগগিরই তোমার ছেলের ওপর পড়ছে। ওকে রক্ষে করো। আমি আর থাকতে পারছিনা, উঠলাম। তবে সুকোমল, একটা কথা বলে যাই, স্বপ্ন দেখা ভালো— তবে বাস্তবের মাটিতে পা রেখেই তা দেখা উচিত। কথাটা ভেবে দেখ। চলি।

[প্রস্থান।]

মৃন্ময়ী । বিভাস, রমা ঠাকুরপো বীরেশ চ্যাটার্জির কথা কী বলছিলেন?

শিখা । মা, বিভাসদা দাদাকে আমাদের এম.এল. এ বীরেশ চ্যাটার্জির কাছে নিয়ে যাবে। বলছে বীরেশ চ্যাটার্জি নাকি ইচ্ছে করলেই দাদার ফ্যাক্টরি খোলার সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

বিভাস । তোরা এমন সব কথা বলিস না শিখা, মাথা গরম হয়ে যায়। ইচ্ছে করলেই মানে কী? মাসিমা, বীরেশদা সুকোমলের মতো ছেলে হাতে পেলে, হাতে চাঁদ পাবেন। বীরেশদার মাথায় অনেক প্ল্যান, অনেক পরিকল্পনা, কিন্তু ভালো লোক পাচ্ছেন না।

সুকোমল । কিন্তু বিভাস, ফ্যাক্টরি করবার জন্য তো টাকাও দরকার হবে। ফাইনান্স করার মতো লোকও দরকার।

বিভাস । আরে এ অঞ্চলের যত টাকাওয়ালা লোক, সবাই বীরেশদার বাড়িতে দু-বেলা লাইন দিচ্ছে। ও সমস্ত ব্যবস্থাই বীরেশদা করে দেবেন। তাছাড়া মাসিমা, আপনিও তো জানেন, আজকাল কত সব নতুন প্রকল্প হয়েছে, রাজ্যে ইন্ডাস্ট্রি ডেভালপমেন্ট সেল না কি যেন বলে, সেইসব হয়েছে। বীরেশদার সাথে সেই সব সেল টেল-এর খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

মৃন্ময়ী । দেখ বাবা, সত্যি যদি উনি কিছু করতে পারেন, তাহলে খুব ভালো হয়। ছেলেটা এত আশা করে এসেছে।

বিভাস । কিচ্ছু চিন্তা করবেন না মাসিমা— সুকোমলের ব্যবস্থা আমি সব ঠিক করে দেব। আপনি খালি আমাদের চা আর চিঁড়ে ভাজা সাপ্লাই করে যাবেন। কি বল শিখা।

[সবাই হেসে ওঠে।]

সুকোমল । আমি তাহলে এখনি কাজে বসে যাই বুঝলি? ভাগ্যিস ল্যাপটাপ কম্পিউটারটা সাথে করে এনেছিলাম।

শিখা । দাদা তুই ল্যাপটপ এনেছিস? ইস্ আমাকে একটু ব্যবহার করতে দিবি?

বিভাস । আরে ঠিক আছে, অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন; আরামসে সব হবে।

সুকোমল । কেন, তুই যে বললি কাল বীরেশদার কাছে নিয়ে যাবি?

বিভাস । হ্যাঁ নিয়ে যাব, তাই বলে কালই তোকে তোর প্ল্যান প্রোপোজাল- এর কাগজপত্র নিয়ে যেতে হবে তা তো বলিনি। কাল গিয়ে কথা বল,তারপর সেই অনুযায়ী এগোনো যাবে, কি বলেন মাসিমা।

সুকোমল । কিন্তু হাতে একটা কিছু না থাকলে। ঠিক আছে, আজ রাতেই আমি একটা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেনটেশন তৈরি করে ফেলব।

বিভাস । ঠিক আছে, ঠিক আছে। অত তাড়া নেই। তুই তো আর কালই ফিরে যাচ্ছিস না। ধীরে সুস্থে কর। মাসিমা আজ উঠি। একটু কাজ আছে। দারুণ খেলাম কিন্তু। কিরে সুকু, চল বেরোবি নাকি?

সুকোমল । [ঘড়ি দেখে] এই রে, আমাকেও যে বেরোতে হবে। চল আমিও যাই। আমি একটু ঘুরে আসি না।

মৃন্ময়ী । বেশি দেরি করিস না যেন। তোর বাবা আর একটু পরেই ফিরে আসবে।

সুকোমল । না না, তাড়াতাড়িই ফিরব। আসি।

[সুকোমল ও বিভাস বেরিয়ে যায়। আলো ধীরে ধীরে নিভে যায়।]

দৃশ্য ৩

[সুকোমলদের বাড়ির বাইরে গলি পথ। সুকোমল ও বিভাস হাঁটতে হাঁটতে চলেছে।]

সুকোমল । সত্যি বিভাস, তুই ভাগ্যিস এসেছিলি। তোর কথা শুনে আমি অনেক ভরসা পাচ্ছি। দেখ না, যদি সব কিছু ঠিকমতো হয়। তাহলে এই শহরের চেহারাই পালটে দেব আমি। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শিল্পনগরীতে রূপ দেব আমি এই শহরকে। থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ্।

বিভাস । হুম্ [পকেট থেকে সিগারেট বার করে] তুই নিবি একটা।

সুকোমল । না না, আমি স্মোক করি না।

বিভাস । ও হ্যাঁ ভুলেই গিয়েছিলাম। তাছাড়া ওদেশে তো এখন যারা সিগারেট খায়, তারা অচ্ছুৎ, তাই না।

সুকোমল । তা যা বলেছিস। আজকাল ওদেশে বেশির ভাগ জায়গাতেই সিগারেট স্মোক করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

বিভাস । [সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে] আচ্ছা সুকোমল, তুই কি সত্যি সত্যি আমেরিকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছিস, একেবারে পার্মানেন্টলি?

সুকোমল । তার মানে? আমি মিথ্যে কথা বলছি নাকি? অবশ্যই ছেড়ে এসেছি। একদিনের

মধ্যে অ্যাপার্টমেন্ট খালি করে দিয়েছি। গাড়িটা বন্ধুর ওখানে ফেলে এসেছি, ও বিক্রি করে দেবে। তুই কি বিশ্বাস করছিস না নাকি?

বিভাস । না না, বিশ্বাস করব না কেন? তবে তোকে তো জানি। তুই বরাবরই একটু বেশি সেন্টিমেন্টাল, তাই ভাবছিলাম। আচ্ছা, তোর কি ফিরে যাবার কোনো উপায় নেই?

সুকোমল । তুই কি বলতে চাস বিভাস?

বিভাস । পারলে, তুই ফিরে যা সুকোমল। এখানে কিছু হবে না।

সুকোমল । কী বলছিল তুই বিভাস? আমি...

বিভাস। আমি ঠিকই বলছি সুকোমল। ফিরে যা। রমাকাকু ঠিকই বলেছেন। এদেশে কিচ্ছু হবে না।

[চলে যেতে যায়।]

সুকোমল । দাঁড়া বিভাস। হঠাৎ তোর সুর পালটে গেল কেন বলতো?একটু আগেই ঘরে বসে এত কথা বললি, বীরেশ চ্যাটার্জির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলি, আর এখন তুই আমাকে বলছিস এখানে কিছু হবে না? আমাকে ফিরে যেতে হবে।

বিভাস । হ্যাঁ, তোদের বাড়িতেই একটু বেশিই বলে ফেলেছি বটে। আসলে, রমাকাকু ছিলেন তো, হাজার হোক অপজিশান পার্টির লোক, তাই একটু ঢাকটা বেশি পিটিয়ে ফেলেছি। সরি সুকোমল, ওসব কথা যা বলেছি, সব ভুলে যা।

সুকোমল । সব ভুলে যাব?

বিভাস । হ্যাঁ ভুলে যা। আসলে আজকাল একটু-আধটু রাজনীতি করছিতো, তাই মন আর মুখ সব সময় একসাথে চলে না।

সুকোমল । [একটা বাড়ির রকের ওপর বসে পড়ে] তার মানে বীরেশ চ্যাটার্জির কাছে গিয়ে কোনো লাভ নেই। সব মিথ্যে। সব বুকনি।

বিভাস । রাগ করিস না সুকোমল। আমি তো স্বীকার করছি, আমি একটু বেশি বলে ফেলেছি। তুই যদি চাস, আমি তোকে বীরেশদার কাছে নিয়ে যাব। কিন্তু লাভ হবে না। হ্যাঁ তুই যদি এন.আর.আই হিসেবে আসতিস, প্রচুর ডলার সাথে করে আনতিস, কয়েক বোতল ব্ল্যাক লেবেল আর সিভাস রিগ্যাল ভেট দিতে পারতিস, তাহলে হয়তো কিছু হলেও হতে পারত। তাও বিশেষ কিছু নয়।

সুকোমল । আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, একজন লোক, এত দ্রুত ভোল পালটাতে পারে, তুই সত্যিই পলিটিসিয়ান হয়ে গেছিস বিভাস।

বিভাস । কেন ভোল পালটাব না বলতো! তুই জানিস আমরা কী রকম অবস্থায় আছি? আমি কী অবস্থায় আছি? কোনো চাকরি নেই, বেকার হয়ে আজ এটা কাল ওটা, দালালি করে বেড়াচ্ছি। শালা ওই বীরেশ চ্যাটার্জি বলেছিল ইলেকশনে ওর কাজ

করতে, তাহলে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেবে। শালা জান লড়িয়ে দিয়েছি ইলেকশনে, রমাকাকুর প্রায় জামানত বাজেয়াপ্ত হবার জোগাড়। আর আজ প্রায় একবছর হল ঘুরিয়েই চলেছে, 'কাল এসো পরশু এসো', করছে। আর হাজার প্রকল্প আর প্রোজেক্টের বুকনি ঝাড়ছে। ঘেন্না ধরে গেছে।

সুকোমল । তাহলে ওর কাছে যাচ্ছিস কেন, ওর পার্টির হয়েই বা কাজ করছিল কেন?

বিভাস । আর কী করব। Rulling পার্টির হয়ে কাজ করলে তাও বা আশা আছে। ওদের সাথে হাত না মেলালে যে কিছুই হবে না রে সুকোমল। সুকোমল, তুই এদেশে থাকিস নারে। এদেশে সব, সবকিছুতে ঘুণ ধরে গেছে। সব শেষ, শালা বিপ্লবের কথা কেই ভাবতে পর্যন্ত পারে না। সবাই খালি খাবি খাচ্ছে। জানিস, আজ দুবছর হল বাবার কারখানা লকআউট, স্রেফ বাড়িতে বসে। মা শয্যাশায়ী, কী হয়েছে ধরাই যাচ্ছে না। শালা ভালো করে চিকিৎসা করানোর ক্ষমতাও নেই।

সুকোমল । তাহলে চলছে কি করে?

বিভাস । চলছে আর কোথায় সুকোমল? এটা ওটার দালালি করি, মাঝে মধ্যে ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে। বীরেশদার কাছে যাই, দু 'দশটা ছুড়ে দেয় ভিক্ষার মতো। তাই নিতে হয়। কী করব বল? সুকোমল আমার একটা কথা শুনবি।

সুকোমল । বল?

বিভাস । তোর সুযোগ আছে, তুই যেমন করে পারিস ফিরে যা। যা করতে চাস তুই ওদেশেই করতে পারবি রে। এন.আর. আই হয়ে, হাতে অনেক ডলার নিয়ে আয়, দেখবি লোকে তোকে কত খাতির করবে। তা না হলে কেউ পাত্তা দেবে না। তুই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যা আর,...

সুকোমল । আর...

বিভাস । ওদেশে গিয়ে, যদি পারিস, কোনও ভাবে যদি সম্ভব হয়, আমাকে নিয়ে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা কর। আমি যে কোনো কাজ করতে রাজি আছি সুকোমল... যে কোনো। আমি তোর কেনা গোলাম হয়ে থাকব রে, প্লিজ তুই আমাকে বাঁচা। আমি আর পারছি না রে, আর পারছি না।

[হঠাৎ বেরিয়ে চলে যায়। সুকোমল স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে, আলো নিভে যায়।]

দৃশ্য ৪

[পার্কের কোনো একটি বেঞ্চে, কৃষ্ণা বসে অপেক্ষা করছে। সুকোমলের দেরি হয়ে গেছে। কৃষ্ণা ছটফট করছে। সুকোমল ধীরে ধীরে প্রবেশ করে।]

কৃষ্ণা । এই যে এতক্ষণে আসা হল বাবুর। পার্কা পনেরো মিনিট ধরে অপেক্ষা করছি।

সুকোমল । সরি কৃষ্ণা, আসলে বিভাসটা এমন করল।

কৃষ্ণা । আচ্ছা সুকোমল, বাবার কাছে যা শুনলাম তা কি সত্যি? তুমি কি সত্যিই আর আমেরিকা ফিরবে না?

সুকোমল । না কৃষ্ণা, আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি। আমেরিকার সাথে সব সম্বন্ধ শেষ।

কৃষ্ণা । সুকোমল, তোমার মাথা-টাথা ঠিক আছে তো?

সুকোমল । কী বলছ কি তুমি?

কৃষ্ণা । ঠিকই বলছি। সুস্থ মস্তিষ্কের কোনো লোক এরকম কাজ ঠান্ডা মাথায় করে না। অন্তত আমার সাথে তো একবার কনসাল্ট করতে পারতে? অবশ্য তুমি যদি আমাকে তোমার বন্ধু হিসেবে সত্যি সত্যি মেনে থাকো।

সুকোমল । তুমিই তো আমার একমাত্র বন্ধু কৃষ্ণা। তোমার সাপোর্ট ছাড়া তো আমি কিছুই করতে পারব না।

কৃষ্ণা । তাহলে আমার কথা শুনবে? লক্ষ্মী ছেলে, এসব পাগলামি কোরো না। আমেরিকা ফিরে যাও। চাকরি ছেড়েছ,আরেকটা চাকরি পাবে। প্লিজ সুকোমল, এদেশে কোনো কিছু করা ভীষণ কঠিন, নিজেকে বড় বেশি ছোট করতে হয়। তুমি পারবে না।

সুকোমল । কৃষ্ণা, তুমি একথা কী করে বলছ? আমি আমেরিকা যাবার আগে, তুমি আমি মিলে তো এই স্থির করেছিলাম। আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। তারপর এখানেই আমাদের সংসার বাঁধব। আমরা তো সেই স্বপ্নই দেখেছিলাম।

কৃষ্ণা । তখন আমার বয়স আরও পাঁচ বছর কম ছিল সুকোমল। তোমারও। তখন বাস্তব জীবন ভালো করে দেখিনি। সবে কলেজ থেকে বেরোচ্ছি। আগেকার কথা আর এখনকার কথা অনেক আলাদা।

সুকোমল । এই পাঁচ বছরে কি পৃথিবীটা এতটাই পালটে গেছে কৃষ্ণা?

কৃষ্ণা । হয়তো পৃথিবী পালটায়নি, হয়তো তখন আমাদের দৃষ্টিই আলাদা ছিল। কিন্তু আজকের মাটিতে পা দিয়ে আজকের বাস্তবের সাথে সমঝোতা করেই তো চলতে হবে।

সুকোমল । নিশ্চয়ই চলতে হবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে স্বপ্নটাকে ভুলে যেতে হবে। কৃষ্ণা, মানুষের জীবনের লক্ষ্যই তো হল তার স্বপ্নকে সার্থক করার চেষ্টা করে যাওয়া। তাই নয় কি?

কৃষ্ণা । হ্যাঁ তাই, কিন্তু মানুষের স্বপ্ন তো পালটে যায় সুকোমল, পালটাতে হয়।

সুকোমল । তোমার নতুন স্বপ্নটা কী কৃষ্ণা

কৃষ্ণা । তুমি ভালো করেই জানো, আমার স্বপ্ন কী? আর যে স্বপ্ন দেখানোর অনেকটাই দায় তোমার। তোমার চিঠিতে, তোমার ইমেলে আমাকে এক নতুন জীবনের ছবি

দেখিয়েছ তুমি। যে জীবন এখানকার নোংরা, অচল ছবির জীবনের থেকে আলাদা। তুমি যখন তোমার সেই লম্বা ড্রাইভগুলোর বর্ণনা করে চিঠি লিখেছ, সেই বিশাল গ্রান্ড কেনিয়ান-এর সূর্যাস্তের কথা লিখেছ, ছবি পাঠিয়েছ, নায়াগ্রা ফল্‌স, আটলান্টিক ওশেন তোমার অ্যাপার্টমেন্ট, সব কিছু মিলে আমাকে যে নতুন স্বপ্ন দেখিয়েছ সুকোমল। সে স্বপ্নে রোজ ভিড় ঠেলে ডেলি প্যাসেঞ্জারি নেই, রেশনের দোকানে চিনি আর কেরোসিন তেলের জন্য লাইন দেওয়া নেই, আবর্জনা আর নোংরা রাজনীতি নেই। সুকোমল, আমার সেই স্বপ্ন থেকে আমাকে তুমি কেন বঞ্চিত করবে?

সুকোমল । আমি কিন্তু তোমাকে কোনো প্রলোভন দেখাতে চাইনি কৃষ্ণা। বিশ্বাস করো, আমি কখনো ভাবিনি যে আমার লেখা দিয়ে তোমাকে কেবল আমেরিকার বৈভবের কথা বলছি। আমি কেবল তার সৌন্দর্যের কথাই বলেছিলাম কৃষ্ণা। আমাদের দেশেও তো কত সুন্দর জায়গা আছে, তাই না? আমরা তো লং ড্রাইভে এদেশেও বেড়াতে যেতে পারি।

কৃষ্ণা । সুকোমল তুমি কেন বুঝতে পারছ না— আমারও তো শখ হতে পারে, তোমার সাথে আমেরিকায় বাস করতে। আমি তো সেইভাবে নিজেকে তৈরি করছি সুকোমল। এই যে আমি কম্পিউটার ট্রেনিং নিচ্ছি। কেন? আমিও যাতে তোমার সাথে ওদেশে কাজ করতে পারি।

সুকোমল । তুমি জানো না কৃষ্ণা, কী ভীষণ নিষ্ঠুর ওই দেশ। যতক্ষণ তুমি ওই দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে ইন্ধন যোগাতে পারবে, ততদিনই তোমার খাতির, তারপর তোমাকে ছিবড়ে করে ছুড়ে ফেলে দেবে। জানো, যে কোম্পানিতে আমি কাজ করতাম, সেখানে John Myers,আমার senior আমার mentor ছিলেন। অসম্ভব জ্ঞানী ভদ্রলোক। ত্রিশ বছর হল কোম্পানিতে কাজ করছেন। অসম্ভব ভালো কাজ জানেন। আমাকে হাতে ধরে সব শিখিয়েছেন। সেদিন হঠাৎ আমাদের ম্যানেজার তাকে ডেকে পিঙ্ক স্লিপ ধরিয়ে দিল।

কৃষ্ণা । পিঙ্ক স্লিপ?

সুকোমল । অর্থাৎ ছাঁটাই হয়ে গেল। কোনো পূর্বাভাষ ছাড়াই। ইকোনমির অবস্থা খারাপ, কোম্পানি কেবল লস করছে, অনেকেরই চাকরি গেছে, কিন্তু কখনো ভাবতে পারিনি John-এর চাকরি যাবে। এতদিনের loyalty-র কোনো দাম নেই। ভদ্রলোক আমার সামনে হাউ হাউ করে কাঁদছিলেন। বলছিলেন, এ বয়েসে কোথাও আর চাকরি পাবেন না। বাড়িতে শয্যাশায়ী অসুস্থ স্ত্রী, তার বিশাল চিকিৎসা খরচ। insurance ছাড়া তা বহন করা প্রায় অসম্ভব, তার ওপর একছেলে কলেজে, তার খরচ যোগাতে হয়। ছোট ছেলে হাই স্কুলে, আর একবছর পর সেও কলেজে যাবে। তুমি ভাবতে পারছ কৃষ্ণা, এত বড় একটা সভ্য দেশে, একজন শিক্ষিত, অভিজ্ঞ লোকের এই

পরিণতি?

কৃষ্ণা । তোমার কি ধারণা এদেশে কারো চাকরি যায় না? এদেশে সবাই নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করে? সুকোমল, তুমি মোটামুটি সংরক্ষিত ভাবে বড় হয়েছ, তোমার বাবা মা তোমার গায়ে কোনো আঁচ লাগতে দেয়নি। তুমি কি জানো, এ রাজ্যে হাজার হাজার শ্রমিক ঘরে বসে আছে। কারখানা লক আউট। অনেকেই রোজ দুবেলা খাবার সংস্থান করতে পারে না। চিকিৎসা, স্কুল কলেজ তো দূরের কথা। ওদেশে চাকরি না থাকলেও, কিছু বেকার ভাতা পাওয়া যায়। এখানে তো তাও নেই। কত মেয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কত ছেলে গুন্ডা, বদমাইস, সমাজবিরোধী হয়ে যাচ্ছে।

সুকোমল । আমি জানি কৃষ্ণা তবু—

কৃষ্ণা । না সুকোমল, তুমি কিছুই জানো না। তুমি তো এদেশটাকে দেখইনি, পড়াশোনা করেছ, তারপরেই আমেরিকা চলে গেছ। মনে করেছ, গোটা দেশটা, গোটা সমাজটাই বোধহয় তোমার পরিবার পরিজনের মতো তোমায় আগলে আগলে রাখবে, তাই না? তুমি এই সমাজের নিষ্ঠুরতা কিছুই দেখনি, কিন্তু আমি দেখেছি। খুব বেশিদিন নয়, তবু যেটুকু দেখেছি,তাই যথেষ্ট। আমি এখান থেকে পালাতে চাই সুকোমল। যত তাড়াতাড়ি পারি, পালাতে চাই।

সুকোমল । কার কাছ থেকে পালাতে চাও কৃষ্ণা? কেন পালাতে চাও? বলো, বলো তুমি?

কৃষ্ণা । তুমি শুনবে, শুনলে সহ্য করতে পারবে? এই সমাজের তীব্র নোংরামির কথা, তোমাকে আমি কীভাবে বলব সুকোমল? সে যে বড় ঘেন্নার কথা।

সুকোমল । আমি সব সহ্য করতে পারব কৃষ্ণা। সব। তুমি বলো।

কৃষ্ণা । তুমি তো আমার বাবাকে, তোমার রমাকাকুকে খুব শ্রদ্ধা করো, তাই না সুকোমল? কিন্তু তিনি যে তার রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য সব কিছু করতে পারেন, তা কি তুমি জানো? তুমি কি জানো তিনি তার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তার মেয়েকে, তার মেয়ের শরীরকে পর্যন্ত ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন?

সুকোমল । কী বলছ তুমি কৃষ্ণা? রমাকাকু—

কৃষ্ণা । হ্যাঁ, আরও শোনো। আমাকে বোঝাতে চেয়েছেন, দেশের জন্য, রাজনীতির জন্য, আদর্শের জন্য... এটা নাকি সামান্য বলিদান, আত্মত্যাগ। তার নিজের মেয়েকে তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন টোপ হিসেবে, যেমন করে বিলিয়েছেন মদ আর টাকা।

সুকোমল । আমি ভাবতে পারছি না। তুমি কী করলে?

কৃষ্ণা । আমি রাজি হলে, আজ হয়তো তোমার রমাকাকুই এই অঞ্চলের M.L.A হতেন। তার পরাজয়ের জন্য, হয়তো আমিই কিছুটা দায়ী। কিন্তু আমার কোনো উপায় ছিল

না সুকোমল, আমি নিজেকে অতটা ছোট করতে কখনোই পারব না, কারও জন্যই পারব না।

সুকোমল । কৃষ্ণা, তুমি কেঁদো না। তোমার মতো মনের বল, সৎ সাহস কজনের আছে বলো। I am proud of you! তুমি যদি আমার পাশে থাকো, তাহলে যত দুর্যোগই আসুক না কেন, যত বাধাই আসুক না কেন, আমি পরোয়া করি না। তুমি থাকবে না আমার পাশে?

কৃষ্ণা । না, সুকোমল। তুমি যদি এদেশে থেকে যাওয়া মনস্থির করে থাকো, তাহলে আমাকে তোমার সাথে পাবে না তুমি। আমি অনেক আগেই মনস্থির করে ফেলেছি। আমার অনেক স্বপ্ন, অনেক কিছু করতে চাই, কিছু হতে চাই, অনেক বড় হতে চাই। তার কোনোটাই এদেশে বসে সম্ভব নয়। আমি তোমার মতো ভালো ছাত্র নই, সুতরাং ওই পথে আমেরিকা যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় আমি জানি। তাই ভেবেছিলাম তোমার হাত ধরেই পাড়ি দেব। কিন্তু তুমি যদি আমাকে আমার স্বপ্নের কাছে পৌঁছে না দিতে পারো, তাহলে আমি অন্য পথ খুঁজে নেব। অবশ্যই নেব। আমাকে আমার পথ খুঁজে নিতেই হবে।

সুকোমল । আর আমি?

কৃষ্ণা । তোমাকে তোমার সিদ্ধান্ত নিজেকেই নিতে হবে। যদি আমেরিকা ফিরে যাও, আমি তোমার সাথে আছি, আর যদি এখানেই মাথা কুটে মরতে চাও, তোমার ঘুণ ধরা আদর্শকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাও, তাহলে তুমি অন্য কোনো সঙ্গী খুঁজে নিও।

[কৃষ্ণা বেরিয়ে যায়। সুকোমল স্তম্ভিতের মতো চেয়ে থাকে। আলো নিভে যায়।]

দৃশ্য ৫

[সত্যসাধনের ঘর। সন্ধেবেলা, সত্যসাধন সবে কলকাতা থেকে ফিরেছেন]

সত্যসাধন । কইগো, এই মিষ্টিগুলো নিয়ে যাও।

[মৃন্ময়ী ঢোকেন জল নিয়ে।]

মৃন্ময়ী । এই নাও তোমার জল। এত দেরি করলে,চিন্তা হচ্ছিল।

সত্যসাধন । আরে অফিস থেকে বেরিয়ে ভাবলাম একটু বাজার করে যাই, বড়বাজারে হঠাৎ দেখা রমেশের সাথে।

মৃন্ময়ী । ওমা, তাই নাকি?

সত্যসাধন । হ্যাঁ, আর ছাড়বে না। জোর করে নিয়ে গেল বাড়িতে। সেখান থেকে বেরোতেই দেরি হয়ে গেল। তারপর অফিস টাইমের ট্রাফিক জ্যাম। গাড়ি ছিল বলে রক্ষে। খোকা কি বেরিয়েছে নাকি?

মৃন্ময়ী । হ্যাঁ, বিভাসের সাথে তো বেরুল, এখুনি এসে পড়বে। কিন্তু তোমার কাজ কিছু এগোলো?

সত্যসাধন । আরে না না, যে কে সেই, ফাইল নাকি এখনো মুভ করেনি। অথচ গতবার বলল দু'সপ্তাহ পরে আসুন, মনে হয় হয়ে যাবে। ঘেন্না ধরে গেল, বুঝলে। কটাই বা আর টাকা, সেবার খোকার প্লেনের টিকিট কাটতেই তো অনেকটা উইথড্র করেছিলাম। এখন রোজ রোজ এর জন্য ধরনা দিতে আর ইচ্ছে করে না। মনে হয় যেন ভিক্ষে চাইছি। ভাবছি আর যাব না। যতদিন লাগে লাগুক। খোকা যা টাকা পাঠায় তাতেই আমাদের যথেষ্ট কুলিয়ে যায়, কি বলো? না হয় বলব, আর কিছু বেশি পাঠাতে।

মৃন্ময়ী । কিন্তু খোকা তো আর আমেরিকা ফিরবে না বলছে।

সত্যসাধন । কী বললে তুমি, খোকা আমেরিকা ফিরবে না?

মৃন্ময়ী । তাই তো বলল। ও নাকি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে। একেবারে বরাবরের জন্য।

সত্যসাধন । না না, নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছে তোমাদের সঙ্গে। দেখলে না আজ সকালে কেমন চমকে দিল আমাদের, কোনো কিছু না জানিয়ে এমন হুট করে চলে আসা কি চাট্টিখানি কথা নাকি?

মৃন্ময়ী । না না, ঠাট্টা নয়। বিকেলবেলা রমাঠাকুরপো এসেছিলেন, তাকেই তো বলল। বলল, ও এখানেই একটা কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি খুলতে চায়।

সত্যসাধন । এখানে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি? যে দেশে সব ফ্যাক্টরিতে তালা ঝুলছে সেখানে ফ্যাক্টরি খুলবে? খোকার কি মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?

[সুকোমল, দরজার বাইরে এসে দাঁড়ায়। কথা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।]

মৃন্ময়ী । রমা ঠাকুরপো তো ওকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করল, তারপর আবার বিভাস এসে তো বলল, ও সব ব্যবস্থা করে দেবে।

সত্যসাধন । বিভাস ব্যবস্থা করে দেবে? যার নিজেরই কোনো ব্যবস্থা নেই, সে ব্যবস্থা করবে?

মৃন্ময়ী । তাই তো বলল। বলল খোকাকে বীরেশ চ্যাটার্জির কাছে নিয়ে যাবে...

সত্যসাধন । বীরেশ চ্যাটার্জি? মানে আমাদের M.L.A বীরেশ চ্যাটার্জি।

মৃন্ময়ী । হ্যাঁ গো। বলল বীরেশবাবু নাকি এরকমই ছেলে খুঁজছেন, উপযুক্ত লোক পেলে উনি নাকি সব করে দেবেন। এমনকি বলল শিব মন্দিরের পাশের জমিতেই নাকি ফ্যাক্টরি খোলার ব্যবস্থা করবে।

সত্যসাধন । আর তুমি তাই বিশ্বাস করলে? বীরেশ চ্যাটার্জির মতো ঠগ, জোচ্চোর লোক, খোকার ফ্যাক্টরি করে দেবে? বিভাসটার হয়েছে কী? গাঁজা ভাঙ ধরেছে নাকি?

না সুকোমল, আমি নিজেকে অতটা ছোট করতে কখনোই পারব না, কারও জন্যই পারব না।

সুকোমল । কৃষ্ণা, তুমি কেঁদো না। তোমার মতো মনের বল, সৎ সাহস কজনের আছে বলো! I am proud of you! তুমি যদি আমার পাশে থাকো, তাহলে যত দুর্যোগই আসুক না কেন, যত বাধাই আসুক না কেন, আমি পরোয়া করি না। তুমি থাকবে না আমার পাশে?

কৃষ্ণা । না, সুকোমল। তুমি যদি এদেশে থেকে যাওয়া মনস্থির করে থাকো, তাহলে আমাকে তোমার সাথে পাবে না তুমি। আমি অনেক আগেই মনস্থির করে ফেলেছি। আমার অনেক স্বপ্ন, অনেক কিছু করতে চাই, কিছু হতে চাই, অনেক বড় হতে চাই। তার কোনোটাই এদেশে বসে সম্ভব নয়। আমি তোমার মতো ভালো ছাত্র নই, সুতরাং ওই পথে আমেরিকা যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় আমি জানি। তাই ভেবেছিলাম তোমার হাত ধরেই পাড়ি দেব। কিন্তু তুমি যদি আমাকে আমার স্বপ্নের কাছে পৌঁছে না দিতে পারো, তাহলে আমি অন্য পথ খুঁজে নেব। অবশ্যই নেব। আমাকে আমার পথ খুঁজে নিতেই হবে।

সুকোমল । আর আমি?

কৃষ্ণা । তোমাকে তোমার সিদ্ধান্ত নিজেকেই নিতে হবে। যদি আমেরিকা ফিরে যাও, আমি তোমার সাথে আছি, আর যদি এখানেই মাথা কুটে মরতে চাও; তোমার ঘুণ ধরা আদর্শকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাও, তাহলে তুমি অন্য কোনো সঙ্গী খুঁজে নিও।

[কৃষ্ণা বেরিয়ে যায়। সুকোমল স্তম্ভিতের মতো চেয়ে থাকে। আলো নিভে যায়।]

দৃশ্য ৫

[সত্যসাধনের ঘর। সন্ধেবেলা, সত্যসাধন সবে কলকাতা থেকে ফিরেছেন]

সত্যসাধন । কইগো, এই মিষ্টিগুলো নিয়ে যাও।

[মৃন্ময়ী ঢোকেন জল নিয়ে।]

মৃন্ময়ী । এই নাও তোমার জল। এত দেরি করলে,চিন্তা হচ্ছিল।

সত্যসাধন । আরে অফিস থেকে বেরিয়ে ভাবলাম একটু বাজার করে যাই, বড়বাজারে হঠাৎ দেখা রমেশের সাথে।

মৃন্ময়ী । ওমা, তাই নাকি?

সত্যসাধন । হ্যাঁ, আর ছাড়বে না। জোর করে নিয়ে গেল বাড়িতে। সেখান থেকে বেরোতেই দেরি হয়ে গেল। তারপর অফিস টাইমের ট্রাফিক জ্যাম। গাড়ি ছিল বলে রক্ষে। খোকা কি বেরিয়েছে নাকি?

মৃন্ময়ী । হ্যাঁ, বিভাসের সাথে তো বেরুল, এখুনি এসে পড়বে। কিন্তু তোমার কাজ কিছু এগোলো?

সত্যসাধন । আরে না না, যে কে সেই, ফাইল নাকি এখনো মুভ করেনি। অথচ গতবার বলল দু'সপ্তাহ পরে আসুন, মনে হয় হয়ে যাবে। ঘেন্না ধরে গেল, বুঝলে। কটাই বা আর টাকা, সেবার খোকার প্লেনের টিকিট কাটতেই তো অনেকটা উইথড্র করেছিলাম। এখন রোজ রোজ এর জন্য ধরনা দিতে আর ইচ্ছে করে না। মনে হয় যেন ভিক্ষে চাইছি। ভাবছি আর যাব না। যতদিন লাগে লাগুক। খোকা যা টাকা পাঠায় তাতেই আমাদের যথেষ্ট কুলিয়ে যায়, কি বলো? না হয় বলব, আর কিছু বেশি পাঠাতে।

মৃন্ময়ী । কিন্তু খোকা তো আর আমেরিকা ফিরবে না বলছে।

সত্যসাধন । কী বললে তুমি, খোকা আমেরিকা ফিরবে না?

মৃন্ময়ী । তাই তো বলল। ও নাকি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে। একেবারে বরাবরের জন্য।

সত্যসাধন । না না, নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছে তোমাদের সঙ্গে। দেখলে না আজ সকালে কেমন চমকে দিল আমাদের, কোনো কিছু না জানিয়ে এমন হুট করে চলে আসা কি চাট্টিখানি কথা নাকি?

মৃন্ময়ী । না না, ঠাট্টা নয়। বিকেলবেলা রমাঠাকুরপো এসেছিলেন, তাকেই তো বলল। বলল, ও এখানেই একটা কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি খুলতে চায়।

সত্যসাধন । এখানে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি? যে দেশে সব ফ্যাক্টরিতে তালা ঝুলছে সেখানে ফ্যাক্টরি খুলবে? খোকার কি মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?

[সুকোমল, দরজার বাইরে এসে দাঁড়ায়। কথা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।]

মৃন্ময়ী । রমা ঠাকুরপো তো ওকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করল, তারপর আবার বিভাস এসে তো বলল, ও সব ব্যবস্থা করে দেবে।

সত্যসাধন । বিভাস ব্যবস্থা করে দেবে? যার নিজেরই কোনো ব্যবস্থা নেই, সে ব্যবস্থা করবে?

মৃন্ময়ী । তাই তো বলল। বলল খোকাকে বীরেশ চ্যাটার্জির কাছে নিয়ে যাবে...

সত্যসাধন । বীরেশ চ্যাটার্জি? মানে আমাদের M.L.A বীরেশ চ্যাটার্জি।

মৃন্ময়ী । হ্যাঁ গো। বলল বীরেশবাবু নাকি এরকমই ছেলে খুঁজছেন, উপযুক্ত লোক পেলে উনি নাকি সব করে দেবেন। এমনকি বলল শিব মন্দিরের পাশের জমিতেই নাকি ফ্যাক্টরি খোলার ব্যবস্থা করবে।

সত্যসাধন । আর তুমি তাই বিশ্বাস করলে? বীরেশ চ্যাটার্জির মতো ঠগ, জোচ্চোর লোক, খোকার ফ্যাক্টরি করে দেবে? বিভাসটার হয়েছে কী? গাঁজা ভাঙ ধরেছে নাকি?

মৃন্ময়ী । তা জানিনা বাপু, তবে খোকার কথা শুনে তো মনে হল, ও সত্যিই আর ফিরবে না। এদেশে, আমাদের কাছেই থাকবে। ফ্যাক্টরি করুক বা না করুক, আমি তাতেই খুশি।

সত্যসাধন । হুম।

মৃন্ময়ী । কী গো, মনে হচ্ছে তুমি খুব একটা খুশি হওনি?

সত্যসাধন । কী করে খুশি হব বলতো? ছেলে বিদেশ থেকে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে এল, আর আমি খুশি হব?

মৃন্ময়ী । ওমা ছি ছি, লেজ গুটিয়ে পালিয়ে আসবে কেন? ও তো রমাঠাকুরপোকে বলল ও স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে এসেছে, কেউ ওকে তাড়িয়ে দেয়নি।

সত্যসাধন । সে যাই হোক না কেন? চলে তো এসেছে। নতুন জায়গায়, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে যে লড়াই করা দরকার, সেই লড়াই করার মতো শক্তি তোমার ছেলের মধ্যে নেই বলেই চলে এসেছে।

মৃন্ময়ী । কেন বলছ ওকথা? ও তো দুবছর চাকরি করল, উন্নতিও তো করেছে। তাছাড়া ওর যাবার আগেই তো কথা ছিল, বেশিদিন ওদেশে থাকবে না, তাড়াতাড়ি চলে আসবে।

সত্যসাধন । তাই বলে এত তাড়াতাড়ি? নিজেকে প্রতিষ্ঠিত না করেই। এদেশে কিছু করার জন্য, সে ফ্যাক্টরিই হোক না, টাকার দরকার। দু বছরে ক'টা টাকা ও জমিয়েছে? আসলে ও দেশের প্রচণ্ড প্রেসার ও নিতে পারেনি। তোমার আদরের ছেলে তো । তাই সুড়সুড় করে মায়ের কোলে ফিরে এসেছে। ছি ছি, আমি ভাবতেও পারছি না, আমার ছেলে হয়ে ও কী করে এত তাড়াতাড়ি হার মেনে গেল।

মৃন্ময়ী । বেশ করেছে ফিরেছে। দেশের ছেলে দেশে ফিরে এসেছে, এতে লজ্জা কিসের?

সত্যসাধন । কিসের দেশ মৃন্ময়ী? কোন দেশ? কার দেশ? ১৯৪৭ সালে কিছু সাহেব আর আমাদের কিছু মেনিমুখো নেতা ইচ্ছেমতো দেশ বানিয়ে ফেলল। ব্যস, অমনি দেশ হয়ে গেল, না? কোথায় ছিল আমাদের দেশ, আমাদের জন্মভূমি? রাতারাতি, জীবন হাতে করে, বাড়ি ঘর, সব কিছু ছেড়ে কুকুরের মতো পালিয়ে এসেছি। প্রায় ভিক্ষে করে দিন কাটাতে হয়েছে। কতই বা বয়েস তখন— দশ, বারো হবে বড় জোর। শিয়ালদা স্টেশনের লঙ্গরখানায়, এক থালা খিচুড়ি খেয়ে পেট ভরিয়েছি। তারপর থেকে একনাগাড়ে সংগ্রাম। ঠোঙা বানিয়ে, ঠোঙা বিক্রি করে রোজগার করেছি। ভাইদের পড়াশোনা, বোনদের বিয়ে সব দায়িত্ব পালন করতে করতে, কোথা দিয়ে জীবনটা পার হয়ে গেছে। তুমি তো জানো মৃন্ময়ী, আমার তো ফিরে যাবারও উপায় ছিল না। উদ্বাস্তু হয়ে, উদ্বাস্তু কলোনিতে নতুন করে জীবন গড়তে হয়েছে। আমিও তো ছাত্র খারাপ ছিলাম না, আমিও তো অনেক কিছুই করতে পারতাম।

আমার তো একটাই সান্ত্বনা, ছেলেকে তৈরি করতে পেরেছি। সেই আমার সমস্ত স্বপ্ন সার্থক করবে।

মৃন্ময়ী । কেন তুমি হতাশ হচ্ছ? তুমি কেন ভাবছ, খোকা এদেশে কিছু করতে পারবে না, তোমার মুখ উজ্জ্বল করতে পারবে না?

সত্যসাধন । মৃন্ময়ী, যে ছেলে আমেরিকাতে কিছু করতে পারল না, সে এখানে কী করবে? এখানকার সমস্যার কোনো আন্দাজ আছে ওর? এখানকার রেড টেপ, করাপশান পলিটিক্স, এ সমস্ত ঝামেলা ও সহ্য করতে পারবে? সমঝোতা করতে করতে ওর পিঠ বেঁকে যাবে।

মৃন্ময়ী । নিজের দেশে বসে ও যা পাবে, তা কি করে বিদেশে পাবে বলতো? এখানে তবু আমাদের সাথে পাবে, ওর দুঃখে সুখে আমাদের, ওর বন্ধু বান্ধবদের সাহায্য পাবে। বিদেশে তো ও সম্পূর্ণ একা।

সত্যসাধন । আবার সেই কথা? এদেশও তো আমার কাছে পরদেশ ছিল। কে ছিল আমার এদেশে? মৃন্ময়ী, যে কোনো দেশকেই নিজের দেশ করে নেওয়া যায়, মনে আছে রবিঠাকুর কি বলেছিলেন—

দেশ দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
সাতকোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী
রেখেছ বাঙ্গালী করে মানুষ করনি।

মৃন্ময়ী । যাই হোকগে আমার ছেলে ফিরে এসেছে, এখন এখানেই থাকবে। সে যে কবি, যে ঠাকুর যাই বলুক না কেন।

সত্যসাধন। বেশ তাহলে কোলে করেই রেখে দাও ছেলেকে। ও হ্যাঁ, বিজন এসেছিল?

মৃন্ময়ী । কনট্রাক্টর বিজন? না তো?

সত্যসাধন। ভালো কথা, এলে ওকে বারণ করে দিও, দোতলার কথা এখন ভুলে যেতে হবে, আর কালকে আবার আমি কলকাতা যাব, যতই ভিক্ষে করতে হোক, দরকার হলে পায়ে ধরব, পেনশনের টাকাটা এখন দরকার। খুবই দরকার।

মৃন্ময়ী । তাই বলো। আসলে খোকার ডলার পাঠানো বন্ধ হয়ে যাবে, সেটাই তোমার গাত্রদাহ। ওই সব বড় বড় কথা, রবিঠাকুরের বাণী, সব মিথ্যে। খোকা ডলার না পাঠালে তোমার সৌখিনতা, বিলাসিতায় বাধা পড়বে তো, গাড়ি ভাড়া করে বাজার যেতে পারবে না, তাই তোমার কষ্ট হচ্ছে, না?

সত্যসাধন । হ্যাঁ হ্যাঁ,হচ্ছে। কেন, সারাজীবন ধরে হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে, আজ এতদিন বাদে একটু সুখের মুখ দেখতে পাচ্ছি। সেটুক চাওয়া কি খুব বেশি চাওয়া? নিজের উপযুক্ত ছেলের কাছে, এতটুকু আশা করে কি খুব অন্যায়?

মৃন্ময়ী । ছি ছি, কথাগুলো বলতে তোমার লজ্জা করছে না।

সত্যসাধন । না, করছে না। কেন লজ্জা করবে? আমার উপার্জনে আমার বাবা মা-র সংসার চলেনি? সারাদিন স্কুলের কাজের পর, নাইট স্কুল, টিউশনি করে বাড়ি ভাড়া জোগাড় করেছি। ভাইদের পড়াশোনার খরচ জুগিয়েছি। বোনেদের বিয়ে দিয়েছি। আর আজ শিখার বিয়ের জন্য খোকার কাছ থেকে টাকা আশা করা কি খুব অন্যায়? নিজের বোনের প্রতি খোকার কি কোনো দায়িত্ব নেই? নিজের সঞ্চয়ের সবটুকু দিয়ে, ধার করে দেনা করে বাড়িটুকু করেছি। আজ যদি তার জন্যই খোকার কাছে সাহায্য আশা করি সেটাও কি খুব বেশি চাওয়া? এটুকু দাবিও কি বাবা হিসেবে করতে পারি না?

মৃন্ময়ী । এই জন্যই কি তুমি খোকাকে বড় করেছ, ইঞ্জিনিয়ার বানিয়েছ, যাতে তোমার সুখ, বিলাসের জোগান দিতে পারে— ছিঃ ছিঃ।

সত্যসাধন । আমি জানি, আমাকে তুমি খুব ছোট ভাবছ, ভাবছ কিরকম লোভী মানুষ আমি। তাই না। ঠিকই। সারাটা জীবন বিলাসিতার চিহ্ন দেখিনি। ভাবতে পারিনি একটু সৌখিনতার কথাও। কিন্তু যেই খোকা আমেরিকাতে চাকরি নিয়ে ডলার পাঠাতে শুরু করল, কেমন একটা ম্যাজিক ঘটে গেল যেন। টাকার যে এমন ক্ষমতা, টাকা না থাকতে ভাবতেও পারিনি। কিন্তু এখনতো, এই জীবনেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি মৃন্ময়ী, কেন সেই জীবনকে ছাড়তে হবে? কি প্রয়োজন সেই কষ্টের জীবনে ফিরে যাবার? খোকা কি একটুকুও বুঝবে না?

মৃন্ময়ী । বেশ, তাহলে খোকাকে বুঝিয়ে বলো, ও যেন ফিরে যায় আমেরিকায়। এদেশে ফিরে আসার ওর কোনো দরকার নেই। বলে দিও, তুমি চাওনা ও ফিরুক।

সত্যসাধন । আহ্, কেমন করে বলব? তুমি বুঝতে পারছ না কেন মৃন্ময়ী, কোন মুখে বলব? খোকা আমেরিকা যাবার আগে আমিই তো ওকে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলাম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসতে। তুমি কি ভুলে গেছ সে কথা। আর আজ আমি কেমন করে বলব, না ফিরিস না, আমেরিকাতেই চাকরি কর, উপার্জন কর, আর আমাদের ডলার পাঠিয়ে যা। আমি পারব না মৃন্ময়ী, আমি পারব না।

মৃন্ময়ী । বেশ, তবে আমিই বলব।

[মৃন্ময়ী উঠতে যায়। দরজা ঠেলে সুকোমল ঢোকে]

মৃন্ময়ী । খোকা আয়। এত দেরি করলি?

সুকোমল । একটু দেরি হয়ে গেল মা।

সত্যসাধন । আমিও একটু আগেই ফিরলাম। যাই, একটু হাত মুখ ধুয়ে আসি। একটু চা বসাবে নাকি?

[বেরিয়ে যায়।]

মৃন্ময়ী । হ্যাঁ যাই। খোকা, তুইও চা খাবি তো?

সুকোমল । হ্যাঁ মা, খাব।

[ফোনটা খুঁজতে থাকে।]

মৃন্ময়ী । কিছু খুঁজছিস?

সুকোমল । হ্যাঁ, phoneটা কোথায় গেল?

মৃন্ময়ী । এই তো। [ফোনটা নেয়] তুই ফোন কর, আমি চা করে আনি।

[ভেতরে যায়।]

[সুকোমল চুপ করে ফোন হাতে করে কিছুক্ষণ বসে থাকে। তারপর ডায়াল করে]

সুকোমল । Hello! Mike? Good Morning! Did I wake you up! Mike, I think I will take your offer !Yes, I would like to withdraw my resignation! Thank you! Thank you yes, I know Mike! Give me a couple of weeks! I need to get a return flight reservation too। You know! Yes, sure! Thanks again! Bye!

[ইতিমধ্যে মৃন্ময়ী, চা হাতে এসে দাঁড়িয়েছেন।
সত্যসাধনও এসে সব শুনলেন, মুখ নিচু করে।]

সুকোমল । আর কোনো চিন্তা নেই মা। আমার Resignation letter. টা আমার বস্ ছিঁড়ে ফেলে দেবেন বলেছেন। উনি ইচ্ছে করেই ধরে রেখেছিলেন, বলেছিলেন উনি আমাকে দু সপ্তাহ ভেবে দেখার টাইম দেবেন। বাবা, দু সপ্তাহ থেকেই আমি চলে যাব। রিটার্ন টিকিটটা পেতে যেটুকু সময়। থাকতে দেবে না, দুটো সপ্তাহ।

মৃন্ময়ী । তুই কী যা তা বলছিস খোকা, কেন থাকবি না। যতদিন খুশি থাকবি। দেখতো কী পাগলামো?

[খোকার পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।]

সুকোমল । না মা, দুটো সপ্তাহ ব্যস। তবে আমি কিন্তু আমার কথা রেখেছিলাম মা, আমি কিন্তু কথা রেখেছিলাম ।

[চাপা কান্নায় ভেঙে পড়ে।]

মৃন্ময়ী । দেখতো ছেলের কাণ্ড। আহা, আরও কিছুদিন চাকরি করে না হয় ফিরিস। কিছু টাকাও জমবে, শিখাটারও বিয়ে আছে। বুঝিসই তো বাবা সব। অভাবের সংসারে, তুই নতুন আশা দেখিয়েছিস। একটু স্থিতু করে, নিজে একটু গুছিয়ে চলে আয় না। তোকে ছেড়ে থাকতে, আমাদের কি কষ্ট হয় না?

সুকোমল । আমি তো তোমাদের সাথে থাকব বলেই এসেছিলাম মা। তোমাদের ছেড়ে থাকতে যে ভীষণ কষ্ট হয়, ভীষণ। কীভাবে দিন কাটে বোঝাতে পারব না।

মৃন্ময়ী । ব্যস, আর ক'টা দিন একটু কষ্ট করে থাকি আমরা, কি বল? তারপর কিন্তু

তোকে ঠিক ফিরে আসতে হবে। কথা দে আমাকে।

সুকোমল । আমি কিন্তু কথা রেখেছিলাম মা। আমি কিন্তু কথা রেখেছিলাম।

[সত্য মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন, আলো নিভে যায় ধীরে ধীরে।]